OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 122
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 977 - 981
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 977 - 981
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিশ্ব জ্ঞানচিন্তায় প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ভান্ডার

অম্লান ব্যানার্জী
Email ID: amlanbanerjee7971@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, প্রযুক্তিনির্ভর, পরম্পরা, ঐতিহ্য, জীবনমুখী, কর্মমুখী, মনাককরণ আত্মোপলব্ধি।

Abstract
Swami Vivekananda said, "Education is the manifestation of the perfection already in man." People across the globe refer to the Indian education system as a vast treasure trove of knowledge. Whether we look at the Vedic system, the Brahmanical system, the Buddhist system, or move toward the modern era, it becomes evident that the foundation of the modern Indian education system is built upon its ancient heritage and traditions.With the progress of civilization, radical changes have been observed in the education system. In reality, education does not merely exchange information; it efficiently carries forward a nation's cultural, social, spiritual, philosophical, political, and economic traditions from one generation to the next.

Discussion

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আসলে শিক্ষাব্যবস্থা তো কেবল তথ্যের আদান প্রদান করে না, এটি একটি জাতির সাংস্কৃতিক সমাজিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরম্পরাকে একযুগ থেকে আর এক যুগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি সুষ্ঠু ভাবে করে।

> "ঋকবেদ যুগ বলতে আর্যসভ্যতার প্রাথমিক কালকে বোঝায়। এই সময়ে আর্যরা তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যকীর্তি ঋকবেদ রচনা করেন এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতিধারার সূত্রপাত করেন।"[১]

বৈদিক যুগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল,সেখানে গুরুকুল কেন্দ্রিক আশ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিল শিক্ষার মূলকথা। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে বসবাস করে তাদের নিজের ভবিষ্যত নির্মাণের কাজটি নির্বাহ করত। এই শিক্ষা ছিল জীবনমুখী, নৈতিক ও অবশ্যই আধ্যাত্মিক। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশ হিল এই শিক্ষা পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীরা শ্রুতি পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতেন। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞানের গভীরতার মূল্যায়ন করা হত। শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক। নারী শিক্ষার প্রচলন বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম দিক। তবে এককথায় শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি ও চরিত্র গঠন।

মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে শিক্ষা ব্যবস্থা একটি পরিবর্তনশীল এবং বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত। শিক্ষা কেবল তথ্য আদান-প্রদান নয়, বরং এটি একটি জাতির সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিচ্ছবি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 122
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 977 - 981
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাচীন যুগের আধ্যাত্মিক এবং চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের প্রযুক্তি-নির্ভর এবং কর্মমুখী শিক্ষা পর্যন্ত এই যাত্রাপথ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়।

প্রাচীন যুগে শিক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা যান্ত্রিক রূপ ছিল না। সেই সময়ে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো এবং তাকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা। প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলত 'ধর্ম' বা নৈতিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি জীবনদর্শন।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল গুরুকুল বা আশ্রম ভিত্তিক শিক্ষা। এখানে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের মায়া ত্যাগ করে গুরুর আশ্রমে গিয়ে বসবাস করত। এই ব্যবস্থায় গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর এবং আধ্যাত্মিক। গুরু কেবল একজন শিক্ষক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক এবং মেন্টর। শিক্ষার্থীরা গুরুর আশ্রমে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করত। তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছিল আশ্রমের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, কৃষি কাজ এবং গুরুর সেবা করা। এই শ্রমসাধ্য জীবন তাদের মধ্যে বিনয়, ধৈর্য এবং আত্মনির্ভরশীলতা তৈরি করত। গুরুকুলে শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না; শিষ্য যখন গুরুর দৃষ্টিতে উপযুক্ত হয়ে উঠত, তখনই তার শিক্ষা সমাপ্ত হত।

আমরা যদি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি ফেরাই তাহলে দেখা যাবে প্রাচীন পাঠ্যক্রম ছিল সমন্বিত এবং বহু-বিষয়ক। এর মধ্যে বৈদিক জ্ঞান থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা— সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

> "বৈদিক শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তা আর্যদের ভারতে আগমন ও সেই সঙ্গে বেদের প্রচলন থেকেই সুরু হয়েছিল।"[২]

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার দুটি প্রধান ভাগ ছিল - পরাবিদ্যা (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) এবং অপরাবিদ্যা (লৌকিক বা বাস্তব জ্ঞান)। প্রাচীন পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়সমূহ ছিল -

- বেদ ও উপনিষদ - আধ্যাত্মিক মুক্তি (মোক্ষ) এবং মহাজাগতিক সত্যের অনুসন্ধান।
- ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব - সংস্কৃত ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা এবং অর্থের সঠিক ব্যাখ্যা।
- গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান - মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, ক্যালেন্ডার তৈরি এবং গাণিতিক সমস্যার সমাধান।
- চিকিৎসাবিদ্যা (আয়ুর্বেদ) - ভেষজ উদ্ভিদ এবং প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ নিরাময়।
- সমরবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি - দেশরক্ষা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন।

শিখন পদ্ধতি ছিল মূলত মৌখিক বা 'শ্রুতি' নির্ভর। যেহেতু সেই সময়ে ছাপানো বই বা লিপি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা ছিল, তাই মুখস্থ করার (Memorization) ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। তবে এই মুখস্থ করা কেবল তোতাপাখির মতো ছিল না; এর সাথে জড়িত ছিল 'মনন' (চিন্তা) এবং 'নিদিধ্যাসন' (গভীর ধ্যান), যা শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের গভীরে পৌঁছাতে সাহায্য করত।

প্রাচীন গ্রিস, রোম, মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলোও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। গ্রিসে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মন ও শরীরের সুষম বিকাশ। সেখানে শরীরচর্চার পাশাপাশি দর্শন ও সংগীতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হত। সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিকগণ যুক্তিবিদ্যার (Logic) প্রসারে ভূমিকা রেখেছিলেন, যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ভিত্তি স্থাপন করে।

মেসোপটেমিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি প্রশাসনিক এবং লিপিকেন্দ্রিক। সেখানে মন্দিরের সাথে যুক্ত 'ট্যাবলেট হাউজ' (Tablet House) ছিল শিক্ষার কেন্দ্র, যেখানে লিপিকর বা ক্লার্ক তৈরি করা হত। রোমানরা গ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করলেও তাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল দক্ষ প্রশাসক এবং বাগ্মী (Orator) তৈরি করা, যা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজে সহায়ক হয়।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে মূলত শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 122
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 977 - 981
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "ইংরেজদের ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী। সুতরাং ইংরেজ পাদরীদের শিক্ষা প্রয়াসও মূলতঃ এই সময়ের। কিন্তু পাদরীদের ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিলেতে কোম্পানীর পরিচালক সভা (Court of Directors) প্রথমাবধিই সচেতন ছিলেন।"[৩]

আঠারো ও উনিশ শতকে যখন কারখানায় কাজ করার জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন থেকেই গণশিক্ষার (Mass Education) ধারণা জনপ্রিয় হয়।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর মানককরণ (Standardization)। শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হত। প্রুশিয়া (Prussia) ১৮০০ সালের দিকে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল সুশৃঙ্খল নাগরিক তৈরি করা। এই পদ্ধতিটি পরে সারাবিশ্বে 'ফ্যাক্টরি মডেল অফ এডুকেশন' হিসেবে পরিচিতি পায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট গতিতে একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে।

ভারতে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে জড়িত। ১৮৩৫ সালের মেকলে মিনিট (Macaulay's Minute) ভারতে ইংরেজি শিক্ষার ভিত স্থাপন করে। ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল এমন এক শ্রেণির ভারতীয় তৈরি করা যারা তাদের প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করবে। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের ঐতিহ্যবাহী গুরুকুল এবং পাঠশালা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন থেকে সরে গিয়ে চাকরির উপযোগী শংসাপত্র (Degrees) অর্জনে পরিণত হয়।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্তম্ভসমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে লক্ষ করা যাবে - আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক। এখানে শ্রেণিকক্ষ, ব্ল্যাকবোর্ড, ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরির মতো ভৌত অবকাঠামো বিদ্যমান। শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি শ্রেণির জন্য সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস থাকে।

প্রযুক্তি ও ডিজিটাল রূপান্তর : একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি এসেছে প্রযুক্তির হাত ধরে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ওপর নির্ভরশীল। ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন কোর্স এবং ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরি শিক্ষার সুযোগকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল পেশাগত দক্ষতা অর্জন এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা। এখানে শিখন পদ্ধতি - পাঠ্যপুস্তক, প্রেজেন্টেশন, প্রজেক্ট ভিত্তিক লার্নিং এবং অনলাইন রিসোর্স, শিক্ষকের ভূমিকা, তথ্য সরবরাহকারীর পরিবর্তে সহায়ক (Facilitator) বা কোচের ভূমিকা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, গ্রেডিং সিস্টেম, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষা - মূলত ইংরেজি এবং স্থানীয় ভাষার সংমিশ্রণ।

প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ : প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান, যা সমাজের পরিবর্তিত চাহিদাকে প্রতিফলিত করে। নিচে প্রধান পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হল -

১. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : প্রাচীন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মোপলব্ধি এবং চরিত্র গঠন। একজন শিক্ষার্থী কেবল জ্ঞান অর্জন করত না, বরং সে একজন সুশৃঙ্খল এবং নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার চেষ্টা করত। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ফোকাস হলো কর্মসংস্থান (Employability)। বর্তমান যুগের শিক্ষা মানুষকে বৈশ্বিক শ্রমবাজারের উপযোগী দক্ষতায় শিক্ষিত করে তোলে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ অবহেলিত থেকে যায়।

২. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক : প্রাচীনকালে শিক্ষক বা গুরু ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত এবং আজীবনব্যাপী। গুরুকুল ছিল একটি পরিবারের মতো, যেখানে গুরু শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 122
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 977 - 981
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিতেন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সম্পর্ক অনেকটা পেশাদার এবং যান্ত্রিক (Transactional) হয়ে পড়েছে। বড় ক্লাসরুম এবং অনলাইন শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সংযোগ কমে গিয়েছে।

৩. শিখন পদ্ধতি ও পরিবেশ : প্রাচীন শিক্ষা ছিল মূলত প্রকৃতি-নির্ভর। তপোবন বা আশ্রমগুলো বনের নিভৃত পরিবেশে অবস্থিত ছিল, যা শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে সাহায্য করত।

> "আদি বৈদিকযুগের শিক্ষার পর আসে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার যুগ। এই যুগের শিক্ষার সঙ্গে আদি বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই বৈদিক চিন্তাধারা ও দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।"[৪]

আধুনিক শিক্ষা মূলত বদ্ধ শ্রেণিকক্ষ এবং ইট-পাথরের দালানে সীমাবদ্ধ। যদিও আধুনিক পরিকাঠামো অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়, তবে এটি শিক্ষার্থীকে বাস্তব পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রাচীন কালে শিখন পদ্ধতি ছিল মৌখিক এবং বিতর্ক কেন্দ্রিক। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক এবং লিখনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার (Rote Learning) দিকে ঠেলে দেয়।

৪. প্রবেশাধিকার ও সামাজিক সাম্য : প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায়শই নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণি বা বর্ণের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে নারী শিক্ষা এবং নিম্নবর্ণের মানুষের শিক্ষার অধিকার সীমিত ছিল। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বড় অর্জন হলো এর সর্বজনীনতা। বর্তমান আইন ও আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী শিক্ষা এখন প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। লিঙ্গ, ধর্ম বা বর্ণের বৈষম্য দূর করে সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করাই আধুনিক ব্যবস্থার লক্ষ্য।

রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনা : প্রাচীন ও আধুনিকের সংশ্লেষণ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক ও প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে একটি সুন্দর সমন্বয় চেয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশ প্রবর্তিত যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ভাবনা : তপোবন ও বিশ্বায়ন রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষা কেবল চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তিনি প্রাচীন তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। তাঁর শিক্ষা দর্শনের মূল কথা ছিল প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে গাছতলায় বসে খোলা হাওয়ায় পড়াশোনা করলে শিশুর চিত্তের বিকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জন নয়, বরং এটি হল মানুষের সাথে জগতের এক পরম মিলন সাধন, তিনি মনে করতেন, মাতৃভাষাই হল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, কারণ কেবল মাতৃভাষাতেই শিশু নিজের ভাবকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারে।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতের শিক্ষা : বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে শিক্ষাব্যবস্থা এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন অনেক সুযোগ তৈরি করেছে, তেমনি কিছু নতুন চ্যালেঞ্জও সামনে এনেছে।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে। এখন ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা (Personalized Learning) সম্ভব হচ্ছে, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেধা ও গতি অনুযায়ী আলাদা পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা যায়। তবে এই প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ এবং মানবিক গুণাবলী কমে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছে।

কর্মমুখী শিক্ষা বনাম সর্বাঙ্গীণ বিকাশ : বর্তমান বিশ্বে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কর্মমুখী বা কারিগরি শিক্ষার (Vocational Education) গুরুত্ব বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব সমস্যার সমাধানে ব্যবহারিক শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 122
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 977 - 981
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কেবল কর্মমুখী শিক্ষার পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা যদি শিল্পকলা, দর্শন এবং সাহিত্যের মতো বিষয়গুলোকে অবহেলা করি, তবে সমাজে একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা তৈরি হতে পারে।

উপসংহার : একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার পথে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, কোনো একটি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রাচীন ব্যবস্থার আধ্যাত্মিকতা, মেন্টরশিপ এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, আধুনিক ব্যবস্থার বিজ্ঞানমনস্কতা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সর্বজনীনতা সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এমন একটি 'হাইব্রিড' বা সমন্বিত পদ্ধতি, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রাচীন নৈতিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীলতার স্থান থাকবে। রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথ ধরে যদি আমরা শিক্ষাকে প্রকৃতির সাথে যুক্ত করতে পারি এবং একই সাথে শিক্ষা ও শিখন বিষয়ক আধুনিক ধ্যান-ধারণা সহ নানা শিখন সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারি, তবেই একটি পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। শিক্ষা কেবল জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, বরং এটি জীবনকে সুন্দরভাবে যাপন করার শিল্প হওয়া উচিত।মানবেতিহাসের এই দীর্ঘ পথচলায় শিক্ষার রূপ বারবার পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার মূল লক্ষ্য - অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা — সবসময় একই ছিল। প্রাচীন গুরুর তপোবন থেকে আজকের ডিজিটাল ক্লাসরুম পর্যন্ত এই বিবর্তন আমাদের প্রতিনিয়ত শিখিয়ে চলেছে যে জ্ঞান একটি প্রবহমান নদী, যা সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন বাঁক নেয়, কিন্তু তার গুরুত্ব কখনোই হারায় না। এই বিবর্তনীয় উপলব্ধিই আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দেওয়ার পথ দেখাবে।

Reference:

১. ঘোষ, অরুণ, শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজাস, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৫, পৃ. ৬
২. ঐ, পৃ. ৭
৩. https://share.google/HijYjOUuHS962qKLC, পৃ. ৮৪
৪. ঘোষ, অরুণ-শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজাস, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৫, পৃ. ১৫

Bibliography:

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), ড. বিমলচন্দ্র ঘোষ।
শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস, সুশীল রায়।
Ancient Indian Education (Brahmanical and Buddhist), R.K. Mookerji
Education in Ancient India: A.S. Altekar
বৌদ্ধযুগের ভারত, হিউয়েন সাঙ (অনুবাদ)।
History of Education in Modern India, S.N. Mukerji
শিক্ষার ইতিহাস ও বর্তমান সমস্যা, অরুণ ঘোষ ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।